US firms in China increasingly fear bilateral tensions will last for years: survey

US companies in China are increasingly fretful that trade tensions between the world's two biggest economies will drag out over years and nearly a third said their ability to retain staff had been affected, a survey showed.

Half of the firms said they believe soured ties will last at least three years, up sharply from 30 per cent in 2019, according to an annual business sentiment survey conducted by the American Chamber Commerce in Shanghai and consultancy PwC China. Of those, 27 per cent said they believe tensions will last indefinitely, compared with just 13 per cent last year.

"US-China tension is the top concern for the American business community here," Ker Gibbs, president of the business chamber, said at an event to mark the release of the report.

"This Beijing, Washington dialogue, they need to work this out, because it's having an impact on business performance here."

US-China tensions, already high after last year's trade war, have further intensified this year due to the COVID-19 outbreak and as Washington blacklists or threatens to blacklist Chinese technology companies on national



REUTERS Chinese and US flags flutter in Shanghai, China.

security grounds.

With the US election approaching, President Donald Trump this week again raised the idea of separating the US and Chinese economies, also known as decoupling, suggesting the United States would not lose money if the countries no

Underscoring the worries about bilateral tensions as well as economic uncertainty caused by the coronavirus pandemic, only 29 per cent of firms plan to increase their investment in China this year, down from 47 per cent in 2019. And 32 per cent of respondents said they believe the deterioration in relations was affecting their ability to retain both local and expatriate staff - a view that was particularly pronounced in

the education and logistics sectors. "It's about the attractiveness of a US brand given this atmosphere of tensions," Mark Gilbraith, management consulting leader for PwC China.

However, the proportion of companies with a pessimistic five-year outlook receded slightly, at 18.5 per cent versus 21.1 per cent in 2019.

The improvement may be attributable to the Phase One trade deal, the report said, although it noted pessimism remained historically high. Until 2019, firms with pessimistic five-year outlooks had hovered at around 7 per cent for several years. This year's survey was conducted June 16-July 16 and garnered responses from 346 companies spanning sectors such as industrial manufacturing, automotive and pharmaceutical.

More than 90 per cent of respondents said they were committed to remaining in China and around 70 per cent of the more than 200 firms surveyed that own or outsource production in China said they did not intend to shift manufacturing to other countries.

Help industries access financial support, continue health safety momentum

There were unprecedented moves by all the ministries and departments of the government to stand by the industry and help us survive. Policies like stays on loan classification rules and regulations related to export proceed realisation and making export development fund simpler were time befitting and lifesaving.

And finally what are the lessons learned? Our financial resilience, supply chain being especially and overwhelmingly concentrated on China, lack of a proper exit policy, insolvency issues, exhausted credit lines, lack of an emergency response mechanism, and absence of a proper contractual protocol between buyers and suppliers, dealing with bankrupted buyers and raw material suppliers, have been exposed by the Covid crisis.

The Covid-19 has unleashed many truths which were never uncovered, some of those are about our internal deficiencies which need to be overcome, and some of those are about how we deal with our stakeholders with proper policy

And what the government and businesses

should do for taking the economy back to normalcy?

We have to keep in mind that without cooperation and assistance from all stakeholders, it is impossible for us to overcome this coronavirus crisis. According to the forecast released by World Economic Outlook, the global economy is expected to contract by 4.9 per cent in 2020.

In order to combat Covid-19, the stimulus package announced by the honourable prime minister worked as a stopgap measure. In order to fix the damaging effect of Covid-19, we need to help the industry get access to financial support including freezing the outstanding liabilities for certain tenures and providing credit access to factories so that they can restart and survive.

And of course we need to continue the momentum of health safety and hygiene practices and the awareness of social distancing. We need to find new opportunities that Covid has opened up like the market of personal protective equipment and also how more investments can be drawn in Bangladesh, and how we can diversify our products.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"মুজিববর্ষের আহবান দক্ষ হয়ে বিদেশ যান"

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রবাসী কল্যাণ ভবন

৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০

কল্যাণ শাখা

www.probashi.gov.bd





এতদ্বারা বাণিজ্যিক গুরুতুপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশি) নির্বাচন নীতিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী নিমুবর্ণিত তিনটি ক্যাটাগরিতে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশি), ২০২১ নির্বাচনের লক্ষ্যে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন সকল অনিবাসী বাংলাদেশির নিকট হতে নিম্লোক্ত শর্তাধীনে দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে:

ক্র:/নং	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
21	সিআইপি (এনআরবি) [বাংলাদেশে শিল্পক্ষেত্রে সরাসরি বিনিয়োগকারী] :	সর্বোচ্চ ০৫ জন	(ক) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের শিল্পখাতে মূলধন হিসাবে ৩,০০,০০০ (তিন) লক্ষ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বা তদ্ধ্ব পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সরাসরি বিনিয়োগ; (খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবায়নাধীন হলে যন্ত্রপাতি আমদানির প্রমাণপত্র, যেমন-বিল অব লেডিং, বিল অব এন্ট্রি, লেটার অব ক্রেডিট ইত্যাদিতে উল্লিখিত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন।
३।	সিআইপি (এনআরবি) [বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী]:	সর্বোচ্চ ৭৫ জন	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অপ্রত্যাবাসনযোগ্য ন্যূনতম ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকসহ অন্যান্য বৈধ চ্যানেলে বাংলাদেশে প্রেরণ।
७।	সিআইপি (এনআরবি) [বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক] :	সর্বোচ্চ ১০ জন	(ক) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ হতে ন্যূনতম ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার (Free on Board (FOB) বাংলাদেশি পণ্য আমদানিকরণ; (খ) পিআরসি (Proceeds Realisation Certificate) এর মাধ্যমে আমদানির পরিমাণ; এবং (গ) অধিক মূল্য সংযোজন সম্পন্ন পণ্য (Higher Value Added Product) ও পণ্য আমদানিকারককে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

শৰ্তাবলীঃ

- আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর হতে ১৫ নভেম্বর, ২০২০ তারিখের মধ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.probashi.gov.bd) এর মাধ্যমে (ক্যাটাগরি ভিত্তিক) অনলাইন-এ আবেদন করতে হবে। অথবা (ক্যাটাগরি ভিত্তিক) নির্ধারিত আবেদন ফরম পুরণপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ সরাসরি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অথবা বিদেশে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশনে দাখিল করতে হবে।
- আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবি, TIN সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি (বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক ক্যাটাগরি ব্যতিত), পাসপোর্টের ফটোকপি, বিদেশে অবস্থানের প্রমাণক, বাংলাদেশের স্থায়ী ঠিকানা, বিদেশে অবস্থানের এবং কর্মস্থলের ঠিকানা, ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর সংযুক্ত করতে হবে।
- অনুচ্ছেদ-২ এ চাহিত তথ্যাদি/কাগজপত্রাদিসহ আবেদনকারীকে প্রতিটি ক্যাটাগরিতে আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় সকল

ক) ক্যাটাগরি-১: সিআইপি (এনআরবি) [বাংলাদেশে শিল্পক্ষেত্রে সরাসরি বিনিয়োগকারী]:

- ১. ২০১৯- ২০ অর্থবছরে (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০) বাংলাদেশে শিল্পখাতে মূলধন হিসেবে ৩,০০,০০০ (তিন) লক্ষ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বা তদর্ধ্ব পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগের প্রমাণক:
- ২ . উল্লিখিত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশের এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের
- ৩. শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি বাস্তবায়নাধীন হলে যন্ত্রপাতি প্রেরণে উল্লিখিত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের প্রমাণক যেমন-বিল অব লেডিং, বিল অব এন্ট্রি, লেটার অব ক্রেডিট ইত্যাদির সত্যায়িত কপি।

খ) ক্যাটাগরি-২: সিআইপি (এনআরবি) [বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী] :

২০১৯-২০ অর্থবছরে (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০) ব্যাংকসহ অন্যান্য বৈধ চ্যানেলে ন্যুনতম ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশের এবং বাংলাদেশের ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র।

গ) ক্যাটাগরি-৩: সিআইপি (এনআরবি) [বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারক]:

- ১. আমদানিকৃত পণ্যের বিবরণ উল্লেখসহ ২০১৯-২০ অর্থবছরে (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০) বাংলাদেশ হতে ন্যূনতম ৩.০০.০০০ (তিন) লক্ষ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা মূল্যমানের পণ্য আমাদানির প্রমাণক;
- ২. যে প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বাংলাদেশ হতে পণ্য আমদানি করা হয়েছে সে প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহে আবেদনকারীর সম্পুক্ততা;
- ৩. উল্লিখিত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশের এবং বাংলাদেশের ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র;
- ৪. সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের কর প্রদানের (বর্তমানে অবস্থানকারী দেশে) প্রমাণক: এবং
- ৫. অধিক মূল্য সংযোজন সম্পন্ন পণ্য (Higher Value Added Product) আমদানীর প্রমাণক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
- অনলাইনে আবেদন ফরম পুরণের জন্য www.probashi.gov.bd ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুযায়ী 8 1 আবেদনপত্র পূরণ ও প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসহ ০২ (দুই) সেট জমা প্রদান করতে হবে।
- ক্যাটাগরি ভিত্তিক আবেদনের নির্ধারিত ফরম এবং বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশি) নীতিমালা-২০১৮ এর কপি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট<u>www.probashi.gov.bd</u> এ পাওয়া যাবে।
- নির্ধারিত সময় (১৫ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ) এর পর দাখিলকৃত আবেদন বাতিল বলে বিবেচিত হবে। **ي** ا
- অসম্পূর্ণ এবং ক্রেটিপূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। ٩١
- কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যাতিরেকে যে কোন আবেদন কিংবা এতদসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাতিল/স্থগিত করার অধিকার b-11

2012020 সহকারী সচিব ফোন-৪১০৩০২৬২

Floods wash away Tk 900cr fish

Farming grew over the last two decades and farmed fish accounted for 56 per cent of the total of 43 lakh tonnes of fish produced in the fiscal year 2017-18, according to DoF.

Aquaculture, which takes place on 800,000 hectares mainly in ponds, lifted more than 20 lakh people out of poverty between 2000 and 2010, according to a study by International Food Policy Research Institute last year.

The fisheries office has recently taken up a Tk 126 crore scheme to support the affected farmers mainly by providing juvenile fishes and other inputs, said Azizul Haque, deputy director for aquaculture at the DoF.

"We have prepared a short- and long-term scheme. We will be able to stand beside farmers with assistance as soon as we get approval," he said.

Azizur Rahman, a small fish farmer at Bishwanath of Sylhet, said officials from local fisheries office visited the ponds that were flooded, leaving the water body out of fishes he had been growing for a month. He is yet to get any assistance from the government to resume

"I am waiting for support," he said over phone yesterday.

The floods that began to hit the country towards the end of June vanished the distinction between rivers, wetlands and ponds in many areas in the north and central regions of the country.

Floodwaters started to recede by the end of last month, giving relief to crop and fish farmers, according to the disaster management and relief ministry. The DoF found that farmers in the northeast district of Sunamganj were the worst hit out of the 38 districts. Total losses of farmers in the district ran into Tk 53 crore.

Fisheries, a major subsector of agriculture, accounted for 3.5 per cent of the country's gross domestic product in fiscal year 2019-20.

Overall losses of farmers, including crop producers, for the two-month flood stood at over Tk 1,800 crore, according to data from the DoF and agriculture ministry.

StanChart rolls out first blockchain remittance service

"We hope this new service will benefit the end-users and contribute to the growing utilisation of formal remittance channels."

Kamal Quadir, CEO of bKash said: "This partnership will give seamless remittancesending experience to the Bangladeshi expatriates there who can now send money from their digital wallets in Malaysia to a bKash account in Bangladesh through Standard Chartered Bank.

"This technological integration will bring great convenience to both the recipients and the senders and will contribute further to our foreign remittance earnings."

Prasanna Rao, CEO of Valyou, said: "We continue to offer ease and convenience to our customers especially during these challenging times and Bangladeshis in Malaysia can use the Valyou Mobile Wallet to send money directly into the bKash wallet.' "We believe that this blockchain

technology integration will save cost and time without compromising safety and security of the remittance transaction sent from Valyou to bKash," he said in the press With this, Standard Chartered became

the first bank in Bangladesh to have initiated the blockchain-based remittance The bank has been working on the issue

for six to seven months. It had to secure several approvals from the central bank to introduce the service. The last approval came on Thursday. "I would like to express my gratitude

to officials of the Bangladesh Bank for their extraordinary support in acceding approvals," said Bijoy. The blockchain is a distributed ledger of

multiple parties and continuously stored in a blockchain structure. When a remittance is sent from a

remitter's wallet, all participants receive the information simultaneously and collaborate to complete the remittance transaction simultaneously.

Malaysia is home to about a million Bangladeshi migrant workers, sending home \$1.23 billion in remittance in the last fiscal year, Bangladesh Bank data showed.

The southeast Asian country is the seventh highest source of remittance for Bangladesh. Migrant workers sent \$235.57 million in July and \$196.31 million in

Similar service has been launched on two corridors involving four countries, one is between Hong Kong and the Philippines and the second one is between Malaysia

In June 2018, Standard Chartered was appointed by Ant Group as the core partner bank for its new blockchain cross-border remittance solution.

The Ant Group's cross-border remittance service supports the real-time transfer, which saves money, simplifies procedures, and ensures security and transparency, according to a blog on Alibaba Cloud, a subsidiary of Alibaba Group.

Standard Chartered Bangladesh is keen to work with Ant Group to introduce similar services in other countries where Bangladeshi migrant workers reside in large numbers, said Bijoy.

Saudi Arabia, the United Arab Emirates. Oman, Qatar, Bahrain, Malaysia and Singapore are the top destinations of Bangladeshi migrant workers.

Remittance hit an all-time high of \$18.2 data records that is jointly maintained by billion in the just-concluded fiscal year.



GD-1427

Padma Oil Company Limited

(An Enterprise of Bangladesh Petroleum Corporation) Strand Road, Sadarghat, Chattogram



Corrigendum Notice

Supply, Installation, Commissioning and Testing of 500 KVA Sub-Station including HT/LT Switchgear, cables etc. in place of Existing 250 KVA Sub-Station on Turn-Key Basis at Daulatpur Depot, Khulna of Padma Oil Company Limited.

The Re-e-Tender Notice published in "The Daily Star" date 03/09/2020, Page No. B2 and "The Daily Jugantor" date 03/09/2020, Page No. 06 and website "POCL" shall be amended as below: Existing Tender ID Number Amended Tender ID Number 423273

All other terms and conditions of the Re-e-Tender Notice shall be remain unchanged C. M. Ziaul Hassan

"সবাই মিলে গড়বো দেশ, দুৰ্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ"

DGM (Engineering & Planning) Padma Oil Company Limited Strand Road, Sadarghat, Chattogram Phone: 031-633243, Fax: 031-612668 Email: cmzhassan@yahoo.com



Office of the Manikganj Pourashava District: Manikganj www.manikganjpourasava.com

উন্নয়নের গণতন্ত্র শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

Date: 08/09/2020

Memo No. MPS/Engr./2020/471

GD-1424

e-Tender Notice No. 02/2020-2021

e-Tender is invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of works as mentioned in the following table:

Tender	Package No.	Description of works	Online (e-GP System)	Online (e-GP
ID No.			tender publication date	System) tender
			& time	closing date & time
489092	IUIDP-2/MAN/P-6	Construction of RCC road from Dhaka-	13-09-2020	28-09-2020
		Aricha highway road to south H/O Md.	12:00pm	2:00pm
		Aminul Haque Zila Judge via H/O Md.		·
		Saidur Rahaman Khan Zila Judge Ch. 00-		
		205m at Ward No. 01 under Manikganj		
		Pourashava District: Manikganj.		

These are an online tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP Portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required. The fees for downloading the e-Tendering documents from the National e-GP Portal have to be deposited online through any registered banks branches up to 27-09-2020 4:00pm.

Further information and guidelines are available in the National e-GP System Portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

Md. Bellal Hossain **Executive Engineer** Manikganj Pourashava District: Manikganj E-mail: manikganj_municipality@yahoo.com

GD- 1428

Email-aswelfare1@probashi.gov.bd